আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও স্থানীয় সরকারমন্ত্রীর সফলতা কাগজে-কলমেই

যতদিন লন্ডনে যাওয়া-আসা করেছেন ততদিন নিজ দফতরেও আসেননি

স্টাফ রিপোর্টার

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও স্থানীয় সরকারমন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলামের সফলতা কাগজে-কলমেই। মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম গত তিন বছরে যতবার লন্ডন-ঢাকা-লন্ডন আসা-যাওয়া করেছেন ততদিন তিনি সচিবালয়ের নিজ দফতরেও আসেননি। হেয়ার রোডের সরকারি বাসভবনই তার দফতর। এখানেই সরকারি দাফতরিক কাজ করে থাকেন বলে জানা গেছে। দলীয় সূত্র জানায়, দলেও একই অবস্থা বিরাজমান। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হিসাবে দলের সাংগঠনিক সফলতাও দলের নেতাকর্মীরা এখন পর্যন্ত দেখেননি। রাজধানীতে দলের দুটি দলীয় রাজনৈতিক কার্যালয় থাকা সত্ত্বেও তিনি সেখানে যান না। সংবাদ সম্মেলন করার প্রয়োজন হলে ধানমন্ডিস্থ দলীয় প্রধান শেখ হাসিনার রাজনৈতিক কার্যালয়ে যান। এছাড়া দলের ২৩ বঙ্গবন্ধু এভিনিউস্থ দলীয় কার্যালয়ে গত ৩ বছরেও বসেননি এবং নেতাকর্মীদের সুবিধা-অসুবিধার কথাও তিনি শুনেননি। মুখচেনা কয়েকজন নেতা তার সাক্ষাৎ পেলেই অন্যরা অন্ধকারে। তার সরকারি বাসভবনে নেতাকর্মীদের প্রবেশও অনেকটা কড়াকড়ি থাকায় জেলা পর্যায়ের নেতাদের তার সাক্ষাৎ পায় না। ক্ষোভে অনেকে আসেন না। তার রাজনৈতিক বক্তব্যও অনেক সময় হিতেবিপরীত হচ্ছে। দলেও এ নিয়ে সমালোচনা আছে। এদিকে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় সূত্রগুলো জানায়, মহাজোট সরকার গঠনের পর এলজিআরডি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পেয়ে মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলামের উপস্থিতির হার উল্লেখ করার মতো নয়। মন্ত্রণালয়টির মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীর কাজের সমন্বয়হীনতার কারণে গত ৩ বছর যাবত উন্নয়ন কর্মকাণ্ডও চলছে ঢিমে-তালে। মন্ত্রণালয়টিতে শূন্যতাই বিরাজ করছে অধিকাংশ সময়। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, মন্ত্রণালয়টির মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে কথা বললেও কার্যত দুর্নীতিবাজ সুবিধাভোগী প্রকৌশলীদের দিয়েই এলজিইডি চলছে। সূত্র জানায়, মন্ত্রণালয়টির অধীনস্থ এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী মুক্তিযোদ্ধা কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলের নেতা হওয়ায় তার দাপটে কর্মরত অন্যান্য প্রকৌশলী তটস্থ। তার খেয়াল-খুশিমত চলে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড। এমপিদের শত শত ডিও লেটার তার কাছে ফাইলবন্দি। তার অধীনে সারাদেশে যতগুলো প্রকল্পের কাজ চলছে তার প্রায় অধিকাংশ প্রকল্প পরিচালক-পিডির বিরুদ্ধে নানা অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে। জানা গেছে, মন্ত্রণালয়ে এসব পিডির বিরুদ্ধে দুর্নীতি অনিয়মের অভিযোগগুলো যখন আসে তখন মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠরা অভিযুক্তদের রক্ষা করতে নেমে পড়েন। আবার তদবির-সুপারিশের কারণে সুবিধাজনক স্থানে তারাই আবার বদলি হয়ে যাচ্ছেন। এ ধরনের কাজের মধ্য দিয়েই গত ৩ বছরে প্রচুর সময় ব্যয় হয়েছে। ফলে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ব্যাঘাত সৃষ্টিও হয়েছে। জানা গেছে, দেশের সিংহভাগ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে সরকারের স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়টির দায়িত্বে থাকা মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলামের গত ৩ বছর ঘন ঘন বিদেশ সফর আর নিজ মন্ত্রণালয়ে ব্যাপক অনুপস্থিতির কারণে সারাদেশের টোটাল উন্নয়ন কর্মকাণ্ড এখনো আলোচনায় নেই। ফলে জনগণের প্রত্যাশা পূরণে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা অনেকটা প্রশ্নের মুখে পড়েছে। এমপিদের নামে উন্নয়ন বাবদ অর্থ বরাদ্দের অর্থ না পাওয়ায় এমপিদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিও বাস্তবায়ন হচ্ছে না। সিদ্ধান্তের দীর্ঘসূত্রতায় ও মন্ত্রণালয়ে সমন্বয়হীনতার কারণে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডও ত্বরান্বিত হচ্ছে না। ফলে শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতীদের চাকরি দেয়ার নির্বাচনী অঙ্গীকারও গত ৩ বছরে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় করতে পারেনি। সাধারণ জনগণের উন্নয়নে সরকারের সবচেয়ে বেশি কার্যকরি ভূমিকা রাখার মন্ত্রণালয় এলজিআরডি। তবে মন্ত্রণালয়টির দাবি তারা জনগণের উন্নয়নে কাজ করছেন। দলের ও সরকারের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ক্ষমতাসীন দলের একাধিক সিনিয়র নেতা ইনকিলাবকে জানিয়েছেন, সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম শুধু সরকারের একজন মন্ত্রীই নন, তিনি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগেরও সাধারণ সম্পাদক। তার কাছে দলের সর্বস্তরের নেতাকর্মীদের সাক্ষাৎ করার অধিকার আছে। যারা বঙ্গবন্ধুর আদর্শের সৈনিক তারা দলের সাধারণ সম্পাদকের সাথে সাক্ষাৎ করতে পারবে না এটি দুঃখজনক। দলের সাধারণ সম্পাদক হিসাবে তার যে সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড করার কথা তাও অনেকটা ঝিমিয়ে পড়েছে। আর এ কারণে দলের নেতাকর্মীদের সাথে দলের সাধারণ সম্পাদকের দূরত্বও বেড়ে যাচ্ছে। নেতাকর্মীদের সাথে দূরত্ব কমানোর জন্য দলীয়

কার্যালয়ে তার বসার কথা থাকলেও তিনি এখন পর্যন্ত তা করছেন না। অভিযোগ রয়েছে, দলের সাধারণ সম্পাদক হিসাবে সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম কার্যত দলের নেতাকর্মীদের সাথে সময় দিচ্ছেন না। এ অবস্থায় আওয়ামী লীগের ত্যাগী নেতাকর্মীদের মধ্যে দিন দিন হতাশাই বৃদ্ধি পাচ্ছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক দলের একজন সিনিয়র নেতা ইনকিলাবকে জানান, দলের একটি গ্রুপকে মন্ত্রী সহযোগিতা দিয়ে গেলেও সাধারণ নেতাকর্মীরা মন্ত্রীর সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। দলের কোন কোন নেতা সৈয়দ আশরাফুল ইসলামের কাছ থেকে সুবিধা নিচ্ছেন কিংবা কাজ পাচ্ছেন জানতে চাইলে এক নেতা বলেন, স্থানীয় সরকারমন্ত্রীর কাছ থেকে বেশি সুবিধা পাচ্ছেন দলের মুখচেনা কয়েকজন কেন্দ্রীয় নেতা। গত ৩ বছরে দলের সাংগঠনিক ও তার মন্ত্রণালয়ের সফলতাসহ সার্বিক বিষয় নিয়ে স্থানীয় সরকারমন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলামের সাথে যোগাযোগ করে তার বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

XXXXXXXXXXXX